বাঁচতে চাইলে বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আয়

ইবি সংবাদদাতা

প্রকাশিত: ২২:৩৬, ৪ জুন ২০২৪; আপডেট: ২৩:১৪, ৪ জুন ২০২৪

সংবাদ সম্মেলনে জয়া সাহা এবং তার বাবা-মা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের সভাপতি ড. সঞ্জয় কুমার সাহা বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন তার স্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আই বিভাগের ছাত্রী জয়া সাহা। তিনি আইন বিভাগের স্নাতক ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষা ছিলেন।

UNIBOTS

Advertisement (2 of 2): 0:01

মঙ্গলবার (৪ জুন) সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসির প্রেস কর্নারে সংবাদ সম্মেলনে নানা অভিযোগ করেন তিনি। এসময় তিনি তার স্বামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে শাস্তি দাবি করেন। সেইসঙ্গে ওই ছাত্রী তার স্বামীর ঘরে ফিরতে চান।

এদিকে, অভিযুক্ত শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলে তিনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং স্ত্রীকে ঘরে ফেরানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানান।

সংবাদ সম্মেলনে ইবি প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুনজুরুল ইসলাম নাহিদ, সাধারণ সম্পাদক আজাহারুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাকিব হোসেন, ইবি সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তাজমুল হক জাইমসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অভিযোগকারী জয়া সাহা। এসময় তার বাবা রতন কুমার সাহা ও তার মা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, ছাত্র-উপদেষ্টা, শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন ওই ছাত্রী।

লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান, ওই ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে থাকাকালে ২০১৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর পারিবারিকভাবে সঞ্জয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। ওই ছাত্রীর বাড়ি নাটোরে। সঞ্জয় তখ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিয়ের সময় স্বেচ্ছায় উপহার হিসেবে ২৫ লাখ টাকা, ২০ ভা স্বর্ণালংকার, টিভি, ফ্রিজ সহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাবপত্র দেন। বাবা এত টাকা উপহা দেওয়ার পরও অধ্যাপক সঞ্জয় সরকারের এতো আর্থিক দৈন্যতা।

তিনি বলেন, আমার স্বামী ও তার পরিবারের অন্যান্যদের কাছে জেনেছিলাম বিশ্ববিদ্যাল চাকরি পেতে তাকে নাকি অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। সঞ্জয় সরকারের টাকার বিনিম চাকরি পাওয়াটা তার গ্রামের এলাকায় 'ওপেন সিক্রেট'। আমার বাবা-মায়ের দেওয়া টাকা চাকরিসহ আজ তার এ অবস্থায় উত্তরণ।

তিনি আরো বলেন, আমার স্বামীর বিয়ের বছর যেতে না যেতেই বিয়েতে আমার বাবা-মা এ দেওয়া ২০ ভরি স্বর্ণালংকার নিজের দায়িত্বে নিয়ে নেয়। বাইরে যাওয়ার সময় মর্জি হলে ১/ সেট বেড় করে দিত, আবার ফিরে এসে নিজের কাছে রেখে দিত। অবশেষে আমার বাবা দেওয়া সমস্ত স্বর্ণালংকার বিক্রি করে ২০২০ সালে ৭ ঢাকার গাবতলী এলাকায় শুধু তার একক নামে জমি কিনে। তাছাড়া আমাকে ভয়ে সব সময় আতঙ্কিত থাকতে হতো। শ্বশুর-শাশুড়ি স শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় স্বজন সবাই মিলেই আমাকে কোনঠাসা করে রাখতো।

২০১৬ সালে সঞ্জয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খালেদা জিয়া হলে হাউজ টিউটরের দায়িত্ব পাবার প লুকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলে যোগাযোগ করতো। বিভিন্ন ছাত্রীদের সাথে অশালী কুরুচিপূর্ণ চ্যাটিং, ফোনালাপ, ম্যাসেজ, ভয়েস ম্যাসেজ, কল রেকর্ডিং, কুপ্রস্তাব আমার নজ আসে। এমন শিক্ষক কেন শাস্তি না পেয়ে শিক্ষক পদে বহাল থাকে। পরবর্তীতে আ ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে এল.এল.বি (অনার্স) কোর্সে ভ হই। কিন্তু আমার স্বামী সঞ্জয় কোন সময়ই চাইতো না আমি পড়ালেখা করি, বাইরে যাই। অ কারো সাথে মিশি বা কথা বলি। চাইতো আমি বোরকা পড়ে বাইরে যাই।

তারপরও আমি সংসারের সকল কাজ সামলিয়ে কিছুটা অনিয়মিত হলেও ক্যাম্পাসের ক্লা যেতাম। এরপর আমার জীবনে নেমে আসে মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি আরও ভয়াব অমানুষিক পাশবিক, শারীরিক নির্যাতন। অকারণে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে শুরু হয় শারীরি নির্যাতন, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। হাত-পা তো সমানে চলতোই। সেন্ডেল, বেল্ ঝাঁটা, হাতা, খুন্তি, বেলনা থেকে শুরু করে হাতের কাছে যখন যা পেতো তাই দিয়েই আমাক নির্দয়ভাবে নির্মম শারীরিক নির্যাতন করতো। যা ভয়াবহ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের পর্যায়ভূক্ত।

ওই ছাত্রী বলেন, মারতে মারতে আমাকে বলতো, 'তোকে নাটোরে রেখে আসবো, তোর বাব দাদা চোদ্দগুষ্টিকে সাইজ করে আসবো, কি পাইসু এখানে, তুই নাটোরে যাস না কেন? বাঁচত চাইলে বাপের কাছ থেকে ট্যাকা নিয়ে আয়।' একদিন বটি দিয়ে গলায় কোপ দিতে উদ্যত হ

গৃহ পরিচালিকা দৌড়ে এসে সজোরে ধাক্কা মেরে সঞ্জয়কে ফেলে দিয়ে আমাকে রক্ষা করে আমার কাছে এখন সঞ্জয় যেনো স্বামী নয়, মূর্তীমান একটা আতঙ্কের নাম। আমি এখন স সময় জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগী। সন্তান সম্ভবা হওয়ার পরও মানসিক শারীরিক নির্যাত থেমে থাকেনি।

তিনি আরো বলেন, ২০২০ সালের ৬ জানুয়ারি আমাদের একমাত্র পুত্র সন্তান সূর্য এর জন্ম হয় কুষ্টিয়াতে আমাদের সন্তান জন্ম হলেও হাসপাতালের বিলসহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভা আমার বাবা-মা কেই বহন করতে হয়েছিল। আমাদের সন্তান জন্মের পরও কাঙ্খিত কো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। সন্তান পিতার আদর স্নেহতো পায়ইনি, বরং আমার নির্যাতনে অংশীদারিত্ব পেয়েছে। পাষন্ড পিতা শিশু পুত্রকেও গালমন্দ ও বিভিন্ন সময় মারধর করে পায়ের স্যান্ডেল খুলেও মারে, এমনকি গায়ে গরম চা পর্যন্ত ছুঁড়ে শাস্তি দেয়। এখন সূর্য এর বয় প্রায় সাড়ে চার বছর। তার উপর বাবার নির্দয় আচরণ, প্রহার এবং আমার উপর হওয়া নির্ম নির্যাতনের দৃশ্য দেখে সে মাঝে মাঝেই শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সূর্য তা বাবা সঞ্জয়কে দেখলে ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হয়।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০২৩ সালের ২৪ জুন সঞ্জয় আমাকে বাবার বাড়িতে নাটো পাঠানের জন্য বেধড়ক শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। আমি রাজি না হলে সূর্যকে মারধর শু করে। একপর্যায়ে আমাকে এবং সূর্যকে আমার বাবার বাড়ি নাটোরে এক কাপড়ে রেখে যায় দীর্ঘদিন আমাকে সঞ্জয় আর না নিয়ে গেলে আমি নিজে এবং আমার বাবা-মা সঞ্জয়সহ তা বাবা মা ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করেও কোন ফল পাওয়া যায় না। স্বামী সঞ্জ সাফ জানিয়ে দেয়, এই মূহুর্তে তার ১০ লাখ টাকা জরুরি প্রয়োজন। টাকা দিলে আমাদের নি যাবে।

অভিযোগকারী জয়া সাহা বলেন, আমি আমার স্বামীর উপযুক্ত বিচার চাই। কোর্টে একা মামলাও করেছি।

তিনি স্বামীর ঘরে ফিরতে চান কি-না জানতে চাইলে বলেন, কোনো হিন্দু ধর্মালম্বী মেয়েই চায় স্বামী থেকে দূরে থাকতে। সন্তানের কথা চিন্তা করে হলেও আমি স্বামীর ঘরে ফিরতে চাই।

অভিযুক্ত শিক্ষক সঞ্জয় কুমার সরকার বলেন, আমার স্ত্রী ও সন্তানের জন্য আমার দরজ সবসময় খোলা। এটা আমাদের পারিবারিক বিষয়। আমি একটা মোকদ্দমাও করেছি। এ বিষ আমি কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি না।